বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৩-২০০৪

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

(বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৮টি প্রকল্পসমূহের সম্পর্কিত)

প্রথম খন্ড

(নির্বাহী সার সংক্ষেপ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা।
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য	২
অডিট বিষয়ক তথ্য	৩-৪
অডিট আপত্তিসমূহ	৫
অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৬
সুপারিশ	৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

তারিখ ২৪/০৩/১৪১৪ বঃ।
০৮/০৭/০৭ খ্রিঃ।

২—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অতিরিক্ত কার্যাবলী) আইন (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন, ১৯৭৫ সালের সংশোধনীসহ) অনুযায়ী যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্পসমূহের হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব পরীক্ষা করতঃ ১৫ টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম আপত্তি আকারে এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার আর্থিক সংশ্লেষ ২৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উত্থাপনে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ গভর্ণমেন্ট অডিটিং ষ্ট্যান্ডার্ডস, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান ইত্যাদি যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেছেন। মূল আপত্তিসমূহ দ্বিতীয় খন্ডে এবং পরিশিষ্ট সমূহ তৃতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত

(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।

তারিখঃ ০৯/০২/১৪১৪ বঃ।
২৩/০৫/০৭ খ্রিঃ।

অডিট বিষয়ক তথ্য (Information About Audit)

❑ নিরীক্ষিত প্রকল্পসমূহ (Audited Projects):

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ঃ

১। শিকারপুর দোয়ারিকা সেতু নির্মাণ প্রকল্প। কুয়েত অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
২। সাউথ ওয়েস্ট ফ্লাড ডেমেজ রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট। এডিবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
৩। পাকশী ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। জেবিআইসি অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
৪। বিআরটিসি কর্তৃক ৩৫০ টি ডাবল ডেকার বাস সংগ্রহ প্রকল্প। সুইডেন এবং ভারতের সহায়তায় বাস্তবায়িত।
৫। যমুনা সেতু এক্সেস রোড প্রকল্প। জেবিআইসি লোন নং- বিডিপি-৪১ অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
৬। কনস্ট্রাকশন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অব সাম স্পেসিফিক ফেরী এন্ড পল্টুন এ্যাট পটুয়াখালী এন্ড বরগুনা ডিস্ট্রিক্ট প্রকল্প। ডানিডা অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
৭। রোডস মেইনটেন্যান্স এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প। এডিবি লোন নং- ১৭৮৯/১৭৯০ অর্থায়নে বাস্তবায়িত।
৮। ঢাকা জয়দেবপুর মিটার গেজ সেকশনকে ডুয়ালগেজ লাইনে রূপান্তর প্রকল্প। ভারতের সহায়তায় বাস্তবায়িত।

❑ অডিট বৎসর (Audited Year)ঃ

উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের নিরীক্ষার অর্থ বৎসরঃ

- **যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ঃ**
  - ২০০৩-২০০৪
  - ২০০২-২০০৩

❑ অডিট কাল (Period of Audit)ঃ

- **যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ঃ**

১. ১২/০৩/২০০৫ হতে ২৪/০৩/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।
২. ০৭/১২/২০০৪ হতে ১০/০১/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত।
৩. ১১/০১/২০০৪ হতে ২০/০১/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।
৪. ৩০/০৫/২০০৪ হতে ০১/০৬/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।
৫. ০১/১১/২০০৩ হতে ০১/১২/২০০৩ তারিখ পর্যন্ত।
৬. ২৯/০৪/২০০৪ হতে ০৮/০৬/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।
৭. ২৬/১১/২০০৪ হতে ২৪/১২/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।
৮.০৮/০৬/২০০৪ হতে ২৮/০৬/২০০৪ তারিখ পর্যন্ত।

- অডিটের প্রকৃতি (Nature of Audit):

মান অনুসরণ (Compliance) অডিট

- **অডিটের উদ্দেশ্য (Objectives of Audit):**

- পিপি/ঋণ চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- সরকারী সম্পদের অপচয়, চুরি, ঘাটতি, ক্ষতি ইত্যাদি নিরূপণ এবং রাজস্ব (আয়কর/ভ্যাট)আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- আর্থিক/ভান্ডার, অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করা এবং সরকারী আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করণ।

- **অডিট পদ্ধতি (Audit Methodology):**

- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমূহ অডিটের জন্য নির্বাচনের পর প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ঃ-
- আর্থিক বিবরণী।
- পিপি/টিএপিপি/ঋণ চুক্তি।
- অর্থ ছাড়পত্র (এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)।
- প্রকল্পের ব্যাংক বিবরণী।
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

উপরে বর্ণিত ও প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।

অডিট আপত্তিসমূহঃ

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ঃ	
১।	প্রকল্প সমাপ্তির পর গাড়ী কেন্দ্রীয় যানবাহন পুলে জমা প্রদান না করা জনিত অনিয়ম।	৪৮ লক্ষ ২৫ হাজার
২।	সংশোধিত প্রাক্কলনের অতিরিক্ত ব্যয়।	২৭ লক্ষ ৩৩ হাজার
৩।	পরামর্শকদের পারিশ্রমিক অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে।	২৭ লক্ষ ৯০ হাজার
৪।	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে সিডিউলে উল্লিখিত পরিমানের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ দেখিয়ে ঠিকাদারকে প্রদান করা হয়েছে।	৩ কোটি ২৭ লক্ষ
৫।	অর্জিত ব্যাংক সুদ আর্থিক বিবরণীতে অন্যান্য প্রাপ্তি হিসাবে প্রদর্শণ করা হয়নি এবং সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	২ লক্ষ ২৩ হাজার
৬।	বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন জনিত অনিয়ম।	৬ কোটি ৩ লক্ষ
৭।	অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ ঠিকাদারের বিল হতে আদায়যোগ্য।	১০ লক্ষ ৪৮ হাজার
৮।	ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।	৭ লক্ষ ৭২ হাজার
৯।	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ৬ জন পরামর্শককে পারিশ্রমিক প্রদান করায় অতিরিক্ত পরিশোধ।	৮৪ লক্ষ ১১ হাজার
১০।	অননুমোদিতভাবে ঠিকাদারের বিলে দরবৃদ্ধি দেখিয়ে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৬৯ লক্ষ ৮৯ হাজার
১১।	পিপি'র সংস্থান বহির্ভূত অতিরিক্ত খরচ।	৮ কোটি ৫ লক্ষ
১২।	বিবিধ খরচের বিল ভাউচার নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।	৭ কোটি ৯৩ লক্ষ
১৩।	আমদানীকৃত মালামালের ডেমারেজ/ডিটেনশন চার্জ প্রদানে প্রকল্পের ক্ষতি ।	২ লক্ষ ২০ হাজার
১৪।	আমদানীকৃত মালামালের ঘাটতির কারণে ক্ষতি।	২৯ লক্ষ ৪৯ হাজার
১৫।	এলসি সংশোধন/সময়বর্ধনের কারণে প্রকল্পের ক্ষতি।	৪০ লক্ষ ৮৩ হাজার
	সর্বমোট	**২৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪৩ হাজার**

অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ (Causes of Irregularities and Losses):

- কার্যকর পরিকল্পনার অভাব।
- পিপি বহির্ভূত ব্যয়।
- সরকারী আর্থিক বিধি বিধান লংঘন।
- ক্রয়/নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান লংঘন।

সুপারিশ (Recommendation):

- রাজস্ব আদায় করে তা নিকটস্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- অনুমোদিত পি পি'র মধ্যে যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সকল ক্ষেত্রে অনিয়ম সমূহের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- ক্রয়/জনবল/পরামর্শক নিয়োগ/ভান্ডার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারী/উন্নয়ন সহযোগীর নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।
- নিরীক্ষার নিকট নিরীক্ষাযোগ্য কাগজপত্র উপস্থাপন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

বাঃ সঃ মুঃ-২০০৬/০৭-৩৫৩৩ কম/এ–৭০০ বই, ২০০৬।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৩-২০০৪

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

(বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৮টি প্রকল্পসমূহের সম্পর্কিত)

দ্বিতীয় খন্ড

(নিরীক্ষা প্রতিবেদন)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা ।
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ	২
নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসমূহ	৩
নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ	৪-১৮
মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	
অডিট অধিদপ্তরের স্বাক্ষর	১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

২৪/০৩/১৪১৪ বঃ।
তারিখ------------------------
০৮/০৭/০৭ খ্রিঃ।

নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ।

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ঃ	
১।	প্রকল্প সমাপ্তির পর গাড়ী কেন্দ্রীয় যানবাহন পুলে জমা প্রদান না করা জনিত অনিয়ম।	৪৮ লক্ষ ২৫ হাজার
২।	সংশোধিত প্রাক্কলনের অতিরিক্ত ব্যয়।	২৭ লক্ষ ৩৩ হাজার
৩।	পরামর্শকদের পারিশ্রমিক অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে।	২৭ লক্ষ ৯০ হাজার
৪।	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে সিডিউলে উল্লিখিত পরিমানের চেয়ে অতিরিক্ত দেখিয়ে ঠিকাদারকে প্রদান করা হয়েছে।	৩ কোটি ২৭ লক্ষ
৫।	অর্জিত ব্যাংক সুদ আর্থিক বিবরণীতে অন্যান্য প্রাপ্তি হিসাবে প্রদর্শণ করা হয়নি এবং সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	২ লক্ষ ২৩ হাজার
৬।	বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন জনিত অনিয়ম।	৬ কোটি ৩ লক্ষ
৭।	অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ ঠিকাদারের বিল হতে আদায়যোগ্য।	১০ লক্ষ ৪৮ হাজার
৮।	ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।	৭ লক্ষ ৭২ হাজার
৯।	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ৬ জন পরামর্শককে পারিশ্রমিক প্রদান করায় অতিরিক্ত পরিশোধ।	৮৪ লক্ষ ১১ হাজার
১০।	অননুমোদিতভাবে ঠিকাদারের বিলে দরবৃদ্ধি দেখিয়ে অতিরিক্ত পরিশোধ।	৬৯ লক্ষ ৮৯ হাজার
১১।	পিপি'র সংস্থান বহির্ভূত অতিরিক্ত খরচ।	৮ কোটি ৫ লক্ষ
১২।	বিবিধ খরচের বিল ভাউচার নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।	৭ কোটি ৯৩ লক্ষ
১৩।	আমদানীকৃত মালামালের ডেমারেজ/ডিটেনশন চার্জ প্রদানে প্রকল্পের ক্ষতি ।	২ লক্ষ ২০ হাজার
১৪।	আমদানীকৃত মালামালের ঘাটতির কারণে ক্ষতি।	২৯ লক্ষ ৪৯ হাজার
১৫।	এলসি সংশোধন / সময়বর্ধণের কারণে প্রকল্পের ক্ষতি।	৪০ লক্ষ ৮৩ হাজার
	সর্বমোট	**২৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৪৩ হাজার**

নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ নং-১ ঃ প্রকল্প সমাপ্তির পর ৪৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের গাড়ী কেন্দ্রীয় যানবাহন পুলে জমা প্রদান না করা জনিত অনিয়ম।

বিবরণঃ

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের তিনটি গাড়ী প্রকল্প সমাপ্তির পরও কেন্দ্রীয় যানবাহন পুলে জমা প্রদান করেনি। (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০২-২-৯৯ খ্রিঃ তারিখের অম/অবি-১-৩৯/৯৭(প্রঃ)/১০১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত আদেশ অনুযায়ী কোন প্রকল্পের সমাপ্তি বা আইএমইডি রিপোর্টের পর তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের ক্রয়কৃত যানবাহন কেন্দ্রীয় যানবাহন পুলে জমা প্রদান করতে হবে।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ আবদুল্লাহেল কাফি, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- প্রকল্প সমাপ্তির পর অফিস স্পেস, যন্ত্রপাতি, মেসিনারিজ ও ম্যানপাওয়ার সহ সকল কিছু দপদপিয়া প্রকল্পে প্রদান করা হয়েছে। সে ধারায় প্রকল্পের তিনটি গাড়ীও দপদপিয়া প্রকল্পে প্রদান করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- প্রকল্পের সমাপ্তির পর প্রকল্পের ক্রয়কৃত যানবাহন কেন্দ্রীয় যানবাহন পুলে জমা প্রদান করতে হবে।

অডিটের সুপারিশঃ

- গাড়ীগুলি কেন্দ্রীয় যানবাহন পুলে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২ঃ সংশোধিত প্রাক্কলনের অতিরিক্ত ২৭ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ

- সংশোধিত প্রাক্কলণ অপেক্ষা অতিরিক্ত কাজ করিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- অতিরিক্ত কাজের জন্য যোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব মোহাম্মদ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- সংশোধিত প্রাক্কলণের অতিরিক্ত পরিশোধে প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-৩ঃ পরামর্শকদের পারিশ্রমিক বাবদ ২৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে।

বিবরণঃ

- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শক নিয়োগ গাইড লাইন বহির্ভূত ভাবে পরামর্শকদেরকে পারিশ্রমিক বাবদ উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য)।

- উক্ত সময়ে জনাব আনোয়ার আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- পরামর্শক চুক্তিটি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও কেবিনেট পারচেজ কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন অনুসারে কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের গাইড লাইন কেন অনুসরণ করা হয়নি তা ব্যাখ্যা না করায় এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন প্রেরণ না করায় আপত্তিটি বহাল রাখা হয়।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-৪ঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে সিডিউলে উল্লিখিত পরিমানের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বিবরণঃ

- সিডিউলে উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বিভিন্ন আইটেমে অতিরিক্ত পরিমাণ কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন নেওয়া হয়নি।
- উক্ত সময়ে জনাব আনোয়ার আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- চুড়ান্ত বিলে সংশ্লিষ্ট কাজের অতিরিক্ত প্রদান করা হয়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- যে সমস্ত আইটেমের উপর আপত্তি হয়েছে প্রেরিত প্রমাণকে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না থাকায় আপত্তিটি বহাল রাখা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-৫ঃ অর্জিত ব্যাংক সুদ বাবদ ২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা আর্থিক বিবরণীতে অন্যান্য প্রাপ্তি হিসাবে প্রদর্শণ করা হয়নি এবং সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

বিবরণঃ

- প্রকল্পের হিসাব নং সোনালী ব্যাংক, এসটিডি নং ৩৬০০১১৪৩ এ ৩০/১২/২০০২ খ্রিঃ তারিখে অর্জিত ব্যাংক সুদ বাবদ উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা আর্থিক বিবরণীতে অন্যান্য প্রাপ্তি হিসাবে প্রদর্শণ এবং সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে ডঃ এসএম সালেহ উদ্দিন প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- অর্জিত ব্যাংক সুদ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।

অডিটের সুপারিশঃ

- অর্জিত ব্যাংক সুদ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬ঃ বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে ৬ কোটি ৩ লক্ষ টাকার পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন জনিত অনিয়ম।

বিবরণঃ

- গাজীপুর-মির্জাপুর সড়ক মেরামত কাজ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ঠিকাদারকে বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৬দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত ব্যয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের আর্থিক ক্ষমতা বিধির ৩৪ নং ক্লজের পরিপন্থি।
- উক্ত সময়ে জনাব এ,কে,এম, ফাইজুর রহমান প্রকল্প পরিচালক পদে এবং জনাব আব্দুল আজীম জোয়ারদার নির্বাহী প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- জরুরী প্রয়োজনে বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে স্পট কোটেশনের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের আর্থিক ক্ষমতা বিধির ৩৪ নং ক্লজ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ আবশ্যক ছিল।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৭ঃ অতিরিক্ত পরিশোধিত ১০ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ঠিকাদারের বিল হতে আদায়যোগ্য।

বিবরণঃ

- ঠিকাদারকে কার্যাদেশে উল্লিখিত দরের পরিবর্তে তার দাখিলকৃত দরে বিল প্রদান করায় উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য)।
- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ দাখিলকৃত দর অপেক্ষা ৩.১৫% হতে ৫% কমে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ ইস্যু করেছিল।
- কার্যাদেশ অনুযায়ী ঠিকাদারের বিল হতে কোন অর্থ কর্তণ করা হয়নি ।
- উক্ত সময়ে মিঃ নাসিম আহমেদ নির্বাহী প্রকৌশলী পদে, ফেরী কনস্ট্রাকশন ডিভিশনে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- চূড়ান্ত বিল হতে অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ কর্তন করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- আদায়ের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি ।

অডিটের সুপারিশঃ

- অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৮ঃ ঠিকাদারের বিল হতে ভ্যাট বাবদ ৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা কর্তন করা হয়নি।

বিবরণঃ

- ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিল হতে উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৮ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব নাসিম আহমেদ নির্বাহী প্রকৌশলী পদে আর এইচ ডি, ফেরী কনস্ট্রাকশন বিভাগ, ঢাকায় কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ঠিকাদার পৃথকভাবে কার্যমূল্যের সাথে ভ্যাট উল্লেখ করেছিলেন বিধায় বিল হতে ভ্যাট আদায় করার আবশ্যকতা ছিল না।

অডিটের মন্তব্যঃ

- কাজের মূল্যের সাথে সব ঠিকাদার ভ্যাট সংযোজন করে বিল দাখিল করেছেন বিধায় ভ্যাট আদায় করা আবশ্যক ছিল।

অডিটের সুপারিশঃ

- ভ্যাট আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৯ঃ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ৬ জন পরামর্শককে পারিশ্রমিক প্রদান করায় মোট ৮৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণঃ

- কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ৬ জন পরামর্শককে পারিশ্রমিক বাবদ উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে । যাদের নাম অনুমোদিত তালিকায় পাওয়া যায়নি ।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট- ৯ দ্রষ্টব্য)।

- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ শাহজাহান প্রকল্প ব্যবস্থাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে যে কোন যোগ্য ব্যক্তি কে প্রতিস্থাপন করা যায়।

অডিটের মন্তব্যঃ

- কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিত চুক্তিভূক্ত পরামর্শক পরিবর্তন যোগ্য নয়।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অতিরিক্ত প্রদানকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১০ঃ অননুমোদিতভাবে ঠিকাদারের বিলে দরবৃদ্ধি দেখিয়ে ৬৯ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণঃ

- যানবাহন (Vehicles) এর উপর দর বৃদ্ধি (প্রাইস এসকেলেশন)/ সমন্বয় বাবদ উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১০ দ্রষ্টব্য)।
- ঠিকা চুক্তির শর্ত ৭০.৩ ধারা অনুযায়ী লেবার, ফুয়েল, বিটুমিন, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাইস সমন্বয় করা যাবে। কিন্তু যানবাহন (Vehicles) এর দর সমন্বয়যোগ্য নয়।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ শাহজাহান প্রকল্প ব্যবস্থাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- চুক্তির শর্ত ৭০.১ (এ) অনুযায়ী প্রাইস সমন্বয় করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- চুক্তির ৭০.১ (এ) ধারার ব্যাখ্যা গাড়ী সম্পর্কিত না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

অডিটের সুপারিশঃ

- অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১১ঃ পিপি'র সংস্থান বহির্ভূত অতিরিক্ত ৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকা খরচ।

বিবরণঃ

- জমি অধিগ্রহণের জন্য পিপিতে সংস্থান ১৮,০০,০০,০০০.০০ টাকা থাকা সত্ত্বেও জেলাপ্রশাসক, চট্রগ্রাম কে জমি অধিগ্রহনের জন্য ২৬,০২,৬৫,১৩২.০০ টাকা প্রদান করা হয়। ফলে পরিশোধিত ৮,০২,৬৫,১৩২.০০ টাকা পিপিসংস্থান এর অতিরিক্ত।
- লিভিং এ্যাকোমোডেশন নির্মান বাবদ ২,৪৭,৬৯৯.০০ টাকা খরচ করা হয়েছে যার ব্যয় নির্বাহের জন্য পিপিতে কোন সংস্থান ছিল না।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১১ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ কাসেম প্রকল্প ব্যবস্থাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ডিসি, চট্রগ্রাম ২০০৪ সালে প্রাক্কলণ করেন কিন্তু পিপি ২০০১ সালে অনুমোদিত হয় এবং মন্ত্রণালয় সংশোধিত পিপি অনুমোদন সাপেক্ষে প্রাক্কলণ অনুমোদন করে।
- BOQ আইটেম নং ১.১.১.এ অনুযায়ী উক্ত ব্যয় সম্পন্ন করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সংশোধিত পিপি অনুমোদিত হয়নি ।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক এই খরচ নিয়মিত করা আবশ্যক। জমি অধিগ্রহণের বাড়তি খরচ বাস্তব সম্মত কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১২ ঃ বিবিধ খরচের ৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার বিল ভাউচার নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।

বিবরণঃ

- আর্থিক বিবরণীতে বিবিধ খরচ হিসাবে প্রদর্শিত উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকার বিল ভাউচার অডিট চলাকালীন সময়ে উপস্থাপন করা হয়নি।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১২ দ্রষ্টব্য)।
- জি-এফ-আর-১৯ অনুযায়ী উল্লিখিত ব্যয়ের বিল ভাউচার উপস্থাপনযোগ্য ছিল।
- উক্ত সময়ে জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- উল্লিখিত ব্যয়ের আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ প্রদান করা হয়।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সমস্ত খরচের বিল ভাউচার নিরীক্ষায় উপস্থাপনযোগ্য।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক বিবিধ খরচের বিল/ভাউচার নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৩ ঃ আমদানীকৃত মালামালের ডেমারেজ/ডিটেনশন চার্জ প্রদানে প্রকল্পের ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ক্ষতি ।

বিবরণঃ

- আমদানীকৃত মালামালের ডেমারেজ/ডিটেনশন চার্জ প্রদানে প্রকল্পের উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকা ক্ষতি হয় ।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৩ দ্রষ্টব্য)।
- মালামালগুলি পোর্ট/কাস্টম কর্তৃপক্ষ থেকে ফ্রি টাইমের মধ্যে খালাস করা হয়নি।
- কর্তৃপক্ষের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্বের কারণে এই ক্ষতি হয়।
- উক্ত সময়ে জনাব আনহার মাহমুদ এবং জনাব হাবিব আহমেদ কন্ট্রোলার অব ষ্টোরস্ পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- সরবরাহকারীদের ব্যাংক গ্যারান্টি থেকে এলসি সংশোধন/ডিটেশন চার্জ আদায় করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ডেমারেজ/ডিটেনশন চার্জ এখনো আদায় করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-১৪ ঃ আমদানীকৃত মালামালের ঘাটতির কারণে ২৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- আমদানীকৃত মালামালের দ্বিপাক্ষিক পরিদর্শনে উপরোল্লিখিত পরিমাণ টাকার মালামালের ঘাটতি পরিদৃষ্ট হয়। (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৪ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব আনহার মাহমুদ এবং জনাব হাবিব আহমেদ কন্ট্রোলার অব ষ্টোরস্ পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ঠিকাদারের বকেয়া পাওনা থেকে ঘাটতি মালামালের অর্থ আদায় করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ পাওনা আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি ।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-১৫ঃ এলসি সংশোধন/সময়বর্ধণের কারণে প্রকল্পের ৭১,৬২৭ ডলার সমমূল্যের ৪০ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ১,২২,০০০ খানা স্লিপার যাবতীয় ফিটিংস সহ আমদানীতে এলসি সংশোধন/সময়বর্ধিত করণের কারনে উপরোল্লিখিত পরিমাণ অর্থ ক্ষতি হয়।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৫ দ্রষ্টব্য)।
- চুক্তি পত্রের শর্তানুযায়ী এলসি সংশোধনের যাবতীয় ব্যয় সরবরাহকারী কর্তৃক বহনযোগ্য।
- সরবরাহকারী কর্তৃক ৭১,৬২৭ মার্কিন ডলারের একটি ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হলেও পরবর্তীতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা অবমুক্ত করা হয়।
- উক্ত সময়ে জনাব আনহার মাহমুদ এবং জনাব হাবিব আহমেদ কন্ট্রোলার অব ষ্টোরস্ পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- সরবরাহ শেষ হলে চুক্তি মোতাবেক গুদাম ভাড়া/তছরুপ/ডিটেনশন ইত্যাদির সুব্যবস্থা করা হবে এবং দায়ী হলে উহা সরবরাহকারীর অবশিষ্ট পাওনা হতে কর্তন করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ পাওনা আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি ।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

স্বাক্ষরিত

(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।

০৯/০২/১৪১৪ বঃ।
তারিখঃ ~~২৩/০৫/০৭~~ খ্রিঃ।

বাঃ সঃ মুঃ-২০০৬/০৭-৩৫৩৪ কম/এ-৭০০ বই, ২০০৬।